নন্দঘোষ হাসিনা!

মাথা কেটে ফেলে মাথা ব্যথার চিকিৎসা?

লুৎফর রহমান রিটন

দেশে এখন একটি নতুন শব্দ মানুষের মুখে মুখে। সংস্কার। পত্রিকার শিরোনামে সংস্কার। কলামিস্টদের কলামে সংস্কার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের বক্তৃতায় সংস্কার। আমাদের রাজনীতিতে নেপথ্য ফ্যাক্টর প্রকাশ্য এ্যাক্টর ভিনদেশী কূটনীতিকদের প্রেশক্রিপশনে এবং মিডিয়ার সামনে তাঁদের উচ্চারণে সংস্কার। রেডিও এবং টিভি চ্যানেলগুলোয় বিশেষজ্ঞ আলোচকরা মিনিটে পারলে পঞ্চাশবার উচ্চারণ করছেন এই সংস্কার শব্দটি।

এককালের বাম পরবর্তীতে ডান আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বাম-ডান-বাম করতে করতে ক্ষমতার সমস্ত ঘি-মাখন-দুধ খেয়ে দেয়ে এখন বিএনপিতে সংস্কার সাধনে ব্যস্ত। চ্যানেল আই, এনটিভি, এটিএন বাংলার সুবাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি মান্নানের সংস্কার প্রক্রিয়ায় শামিল হয়েছেন সুফি-সাধকদের একটি গ্রুপ। কে নেই এই গ্রুপে? মোশারফ হোসেন শাজাহান, ওসমান ফারুক, এম কে আনোয়ার, মেজর হাফিজ,মোফাজ্জল করিম,তারপর পুলিশ খুঁজছে এইরকম জহির ইদ্দিন স্বপন এবং এহসানুল হক মিলন টাইপের বড়-মাঝারি-খুদে নেতাদের ঘন ঘন ডন-বৈঠক চলছে দফায় দফায়—সংস্কারের নামে খালেদার দফা রফা করার জন্যে। এই গ্রুপে সাইফুর রহমানের মতো কতিপয় ফেরেশতাও আছেন। তিনি এসেছেন লাঠিতে ভর দিয়ে। কোটি কোটি টাকা লুন্ঠনের অভিযোগে ধৃত তাঁর একপুত্রের সাম্প্রতিক অবস্থান কারাগার, অন্যটি বিদেশে পগাড় পার। এহেন সাইফুরও চান সংস্কার! সব মিলিয়ে সার্কাস জমেছে ভালো, চমৎকার! সাইফুর রহমান আট-নয়বার আমাদের দেশের বাজেট পেশ করেছেন। এটা একটা রেকর্ড। আমাদের অর্থনীতিকে সবল করতে দূর্বল এই মানুষটি কী কষ্টই না করেছেন। একদিকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাজেট পেশ করেছেন, অন্যদিকে স্বীয় পুত্রদিগের জন্যে তা লুন্ঠনের পথ সুগম করেছেন এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘‘চূর’’(চোর) বলে গাল দিয়েছেন। মহামহিম মান্নান ভূঁইয়ার বাসভবনের প্রবেশমুখে লাঠিতে ভর দিয়ে সাইফুর রহমান টলোমলো পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, প্রাইভেট চ্যানেলগুলোয় সেই দৃশ্য অবলোকনের সময় কেনো জানিনা সহসা মনে হলো —বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী নয়, লাঠিতে ভর করে টলোমলো পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি!

হালের আওয়ামী লীগের চার খলিফা নিজ নিজ এলাকায় একনায়ক রাজ্জাক-আমু-তোফায়েল এবং সুরঞ্জিতকে মনে হচ্ছে ক্যূ-সংস্কারাচ্ছন্ন। ছোট দলের একজন বড় নেতা, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে বড় দলের ছোট নেতায় পরিণত হওয়া সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সংস্কার বিষয়ে বলতে বলতে টায়ার্ড না হলেও আমরা তাঁর বাকুম বাকুম শুনতে শুনতে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। ‘‘ক্ষুদ্র বলিয়া কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই’’ এই মহাজন বাক্যটি নতুন করে প্রমাণ করেছেন আমু। এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের সবচে বড় নেতা আমির হোসেন আমু। সিঙ্গাপুরে বসে তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিচ্ছেন আর তাঁর শিঙ্গা-র মহা হুংকারে উল্টেপাল্টে যাচ্ছে, প্রায় উপড়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের মতো প্রাচীন বটবৃক্ষটি। শৃঙ্গার জানেন বটে এই

মহারথী। ঊনসত্তরের উত্তাল গণ-আন্দোলনের সময়কার কোঁকরা এবং ঝাঁকড়া চুলের তোফায়েল আহমেদ, সময়ের নিষ্ঠুর সংস্কার যাঁর মস্তকে দৃশ্যমান, তিনিও মুখর সংস্কার বিষয়ে। তবে কথাবার্তায় তিনি অতিশয় ক্যালকুলেটিভ এবং ডিপ্লোম্যাটিক। সুরঞ্জিত যেখানে শেখ হাসিনাকে মাইনাস করার ফর্মূলার মূলাটিকে ঝটপট ঝোলা থেকে বের করে ফেলেন, তোফায়েল সেখানে চাতুরির আশ্রয় নিয়ে হাসিনাকে রেখেই আওয়ামী লীগে চূনকাম করার মনষ্কাম ব্যক্ত করেন। আর মুকুল বোস তো মুকুলই ছিলেন, কিন্তু ফোটার আগেই ফেটে চৌচির। সাক্ষাৎ মোড়লের ভঙ্গিতে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দিয়ে দিয়ে বিরক্তি উৎপাদনকারী আবদুল জলিল আইনী ডিমান্ডে রিমান্ডে গিয়ে যৌথ বাহিনীকে ভয়াবহ সব কাহিনী উপহার দিতে ব্যস্ত থাকায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে মুকুলের ওপর। সেই সুবাদে লাইম লাইটে আসতে পেরেছেন মুকুল বোস। তিনি শেখ হাসিনাকে কিক আউট করার মানসে দৃপ্তপায়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর একদার গণতন্ত্রের মানসকন্যাকে সামনাসামনি দেখেই লুটিয়ে পড়েছেন হাসিনার পদযুগলের ওপর—এটা কদমবুসি। আওয়ামী লীগের একটি জনপ্রিয় প্র্যাক্টিক্যাল প্র্যাকটিস। নেত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতে অব্যর্থ এই দাওয়াই। সুদীর্ঘকাল ধরে নেত্রীর চাটুকারিতায় অভ্যস্ত এবং বিরোধীতায় অনভ্যস্ত বলেই মুকুল নেত্রীকে সামনাসামনি দেখে ভুলেই গিয়েছিলেন—কদমবুসির সময় এটা নয়। সময় এখন কিক আউটের। আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে কিক আউট করতে হবে শেখ হাসিনাকে। সর্বাগ্রে। এইরকম মন্ত্রেই মুকুল এখন ফুটন্ত। আবদুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বহুদিন আগে। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের মতো রাজ্জাকের সেই প্রত্যাবর্তন দলটিকে কি দিয়েছে জানিনা, তবে দল তাঁকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলো। দল থেকে শেখ হাসিনাকে মাইনাস ফর্মুলায় রাজ্জাক মিডিয়ায় খুব একটা সোচ্চার না হলেও গোপন তৎপরতার ক্ষেত্রে বেজায় তৎপর। সিলগালা করা সংস্কারের ফাইলটি রাজ্জাকহস্তে হস্তান্তরিত হবার পর তিনি সেটা ব্যক্তিগত প্রস্তাব আখ্যা দিয়ে মিডিয়ায় পেশ করেছেন। একটি পত্রিকায় নিজের গাড়ি ফেলে রিকশায় চেপে তাঁর দ্রুত পলায়নকালের দৃশ্য ছাপা হয়েছে। এই না হলে সাহসী বীর পুরুষ? কর্মীদের সামনেই যদি এই হাল—তো শেখ হাসিনার সামনে দাঁড়াতে গিয়ে আবার মুকুল বোসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বসবেন নাতো এই সংস্কারবাদী! রাজ্জাক ঘোষিত সংস্কারের দুদিন পর রাজ্জাকেরটাই একটু ইধার উধার করে প্রায় একই রকম প্রস্তাব পেশ করলেন তোফায়েল আহমেদ। ০৩ জুলাই দৈনিক প্রথম আলো জানাচ্ছে—প্রস্তাব পেশকালে তোফায়েল বলেছেন—" দলে অনেকে আছেন, যাঁরা একসময় বঙ্গবন্ধুর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানোর কথা বলতেন, আমরা তা নই।"(মিস্টার তোফায়েল,তারা কারা? নাম বলতে সমস্যা কোথায়? আপনার টিমের টিমটিমে আলোয় দ্যুতিমান সাবেক কীর্তিমান টিভিমন্ত্রী (সংস্কারক হিশেবে যিনি মিডিয়ায় আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন অচিরেই) আবু সাইয়িদ—একদা কবে কোথায় খন্ডকালীন অধ্যাপনা করার সুবাদে নামের আগে "অধ্যাপক" তকমাটি জুড়ে দেন গোলাম আযমের মতো। কবীর চৌধুরী,মমতাজ উদদীন আহমদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রফিকুল ইসলাম, হায়াৎ মামুদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—এঁদের চাইতেও বড় অধ্যাপক তিনি? সারা জীবন অধ্যাপনা করলেও তাঁরা তো কেউ নিজের নামের আগে তকমাটি ব্যবহার করেন না! এই আবু সাইয়িদ বাকশাল করাকালে বলেছিলেন(পত্রিকায় মুদ্রিতও হয়েছিলো)—শেখ হাসিনাকে বান্ধবী হিশেবে মেনে নেয়া যায় কিন্তু তাকে নেত্রী মেনে তার সঙ্গে রাজনীতি করা যায়না। সেই আবু সাইয়ীদকেই '৯৬ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে তথ্যপ্রতিমন্ত্রী বানিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার উদ্দেশে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ (পুরোপুরি মুদ্রণযোগ্য নয়)শব্দ-বাক্য এবং ইঙ্গিত প্রদানকারী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সাকাকে সুধাসদনে পাশে বসিয়ে স্বয়ং নেত্রীই মিষ্টি খাইয়েছিলেন! শেখ হাসিনার এইরকম অস্বাভাবিক আচরণকে তাঁর উদারতা বলে প্রচার করে লাভ নেই, কেনোনা এটা সকলেই জানেন যে ভিন্নমত এবং সমালোচনা সহ্য করার ক্ষেত্রে তিনি জিরো টলারেন্সের অধিকারী।

০৩ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাক জানাচ্ছে,তোফায়েল আহমেদ বলেছেন—" স্বাধীনতাযুদ্ধ বিরোধী ও

যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ সংগঠনের সদস্যপদ পাবেন না এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না ।''(তাই নাকি? মিস্টার তোফায়েল, ঘাতক মওলানা মান্নানপুত্র ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দিনকে আওয়ামী লীগ ইলেকশনে নমিনেশন দিচ্ছে এমন আলামত এবং খবর যখন চাউর হয়েছিলো, তখন সাপ্তাহিক ২০০০-এ, ২৪ নবেম্বর ২০০৬ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে (প্রশ্নটি ছিলো:জামায়াত সংশ্লিষ্ট দলগুলো যখন বিএনপিতে থাকে, তখন আপনারা এর বিরোধিতা করেন। আবার শোনা যাচ্ছে, ইনকিলাবের সম্পাদকও আপনাদের নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং নমিনেশনও পেতে পারেন। এই বিষয়গুলো আপনি কী ভাবে দেখেন?) আপনিই বলেছিলেন—'' ....আর ইনকিলাব সম্পর্কে আমি বলবো '৭১ সালে বাহাউদ্দিনের বয়স কতো ছিলো? বাহাউদ্দিনের পিতা মওলানা মান্নান সম্পর্কে কথা আছে। কিন্তু বাহাউদ্দিন তো মুক্তিযুদ্ধের সময় পক্ষেও ছিলোনা আবার বিপক্ষেও ছিলোনা। আমি তাকে ডিফেন্ড করছিনা....।'' মিস্টার তোফায়েল,ডিফেন্ড করার বাকি থাকলো কিছু? পঁচাত্তরে শেখ রাসেলের বয়স কতো ছিলো? সে তো কারো পক্ষেও ছিলোনা আবার বিপক্ষেও ছিলোনা। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা কিন্তু মাত্র ১১ বছর বয়েসী বঙ্গবন্ধুপুত্র রাসেলকেও রেহাই দেয়নি। আপনার সাম্প্রতিক এই দর্শন বা ফর্মূলা অনুযায়ী রাসেল নামের ছোট্ট শিশুটিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেনি ওরা। সামান্যতম দয়া প্রদর্শন করা হয়নি নিরপরাধ বালক রাসেলকে। আর আপনি কিনা ডিফেন্ড করেছেন মান্নানপুত্র বাহাউদ্দিনকে? আপনারা পারেনও জনাব! ইনকিলাব সম্পর্কে আপনাকে নতুন করে ছবক দিতে হবে? আপনি নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি— ১৯৯৭ সালে কবি বেগম সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান,শামসুর রাহমান এবং কবীর চৌধুরী একটি যৌথ বিবৃতিতে বাংলাভাষা বাঙালিসংস্কৃতি স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে পত্রিকাটির অবস্থানের কারণে দেশবাসীর প্রতি ''ইনকিলাব'' বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ইনকিলাব পত্রিকাটি তার জন্মলগ্ন থেকে এককভাবে বাংলাভাষা বাঙালিসংস্কৃতি স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের যে ক্ষতি করেছে, কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা চার দলীয় জোট সরকারও সেই ক্ষতি করতে পারেনি। অথচ আপনি কী অসাধারণ দক্ষতায় ডিফেন্ড করেছেন মান্নানপুত্র বাহাউদ্দিনকে!
দুঃখের বিষয় এই ইনকিলাবের সঙ্গে শেখ হাসিনাও পরবর্তীতে সখ্য গড়েছিলেন। ক্ষমতার মোহের রাজনীতিতে আদর্শহীনতাই এক পর্যায়ে আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। মোদার্রেছিনের টাকা-পয়সার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার এক পর্যায়ে ঢাকার বাইরে কোনো এক মফস্বল শহরে যাবার সময় ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দিনকে বহনকারী গাড়িকে কয়েকটি গাড়ির সমন্বয়ে ধাওয়া করেছিলো জামায়াতীদের একটি গ্রুপ, যাদের সঙ্গে যৌথভাবে এই ব্যবসাটি চালাতেন বাহাউদ্দিন। বাহাউদ্দিনকে বহনকারী গাড়ির চালক দ্রুততার সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে ভিন্ন পথে পলায়ন করে সেযাত্রা রক্ষা করেছিলো তাকে। পরেরদিন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি ছাপা হয়েছিলো ইনকিলাবের প্রথম পাতায়। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন একমাত্র শেখ হাসিনা! এর বেশ আগে ২০০৪ সালের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোনো এক উজ্জ্বল দুপুরে আওয়ামী লীগের অসাধারণ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল তশরিফ রেখেছিলেন ইনকিলাব ভবনে এবং বলে এসেছিলেন—ইনকিলাব তিনি নিয়মিত পড়েন কারণ ইনকিলাব একটি বস্তুনিষ্ঠ পত্রিকা! তারই ধারাবাহিকতায় ঘাতক মওলানা মান্নানপুত্র ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দিনকে আওয়ামী লীগ থেকে নমিনেশন দেয়ার প্রক্রিয়াও প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। আর তখন বাহাউদ্দিনের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন মহামহিম তোফায়েল আহমেদ। সেই তোফায়েলই এখন কীর্তন গাইছেন—স্বাধীনতাযুদ্ধ বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ সংগঠনের সদস্যপদ পাবেন না এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না!সেলুকাস!কি বিচিত্র এই দেশ!কি বিচিত্র এই দেশের রাজনীতি!কি বিচিত্র এই দেশের রাজনীতিবিদগণ!
জনাব তোফায়েল আহমেদ, বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ আপনার ভিজে আসে প্রায়ই। প্রথম আলোর রিপোর্ট বলছে, —''আওয়ামী লীগকে নিজের জীবন উল্লেখ করে তোফায়েল আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তে গড়া এ প্রতিষ্ঠান। জীবনে কোনোদিন বঙ্গবন্ধুর রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করবো না। প্রয়োজনে

আত্মহত্যা করবো, তবুও দলের ক্ষতি হতে দেবো না।" (এখন আপনি আপনারা যা করছেন তা তো আত্মহত্যারই নামান্তর।) প্রতি বছর ১৫ আগস্ট মুসা সাদিক নামের একজন সাবেক সচিব ও কলামিস্ট নিয়মিত একটি বিষয় লিখেই চলেছেন যে— বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর রক্ষী বাহিনী কর্তৃক সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতির মুহূর্তে আপনি নাকি সেখানে হাজির হয়ে তাঁদের নিষ্ক্রিয় করেছিলেন? আপনি কিন্তু একবারও মুসা সাদিকের এরকম বক্তব্য বা দাবির কোনো প্রতিবাদ করেননি। জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখাটি একাধিকবার ছাপা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রক্তের সঙ্গে বেইমানী না করার এই নাকি নমুনা?

হায়রে সংস্কারবাদী! হায়রে সংস্কারবাদীগণ!এতোকাল ধরে এই মানুষগুলোই তো ছিলো হাসিনার চারপাশে। হাসিনার সমস্ত "অযোগ্যতা"র ভেতরে এরাইতো এক সময় "যোগ্যতাদর্শন" করে ধন্য হতো!হাসিনার অতিকথনকে বরাবর এরাই তো মারহাবা মারহাবা বলে রিকগনাইজ করেছে আর এখন কিনা সেই মারহাবা মার থাবা-য় পরিণত! সন্দেহ নেই—এদের সম্মিলিত থাবায় শেখ হাসিনা বেশ বেকায়দায়ই আছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই অন্য আরেকটি গ্রুপ শেখ হাসিনাকে দখল করে নিয়েছিলো। বলা যায় প্রায় ছিনিয়েই নিয়েছিলো তাঁকে,পরীক্ষিত মানুষদের বলয় থেকে। অনেকের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের নতুন শুভাকাঙ্খীদের সেই গ্রুপটির কব্জায় থেকে শেখ হাসিনা ধরাকে সরা জ্ঞাণ করেছেন। একের পর এক কুড়াল মেরেছেন নিজেই নিজের পায়ে। সন্তচতুষ্টয় তোফায়েল-রাজ্জাক-আমু-সুরঞ্জিতরা দলের ভেতরে কোণঠাঁসা হতে হতে প্রায় হারিয়েই যাচ্ছিলেন বিস্মৃতির অন্তরালে। মাহমুদুর রহমান মান্নাদের মেধা আর যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করে তাঁদের ডিঙিয়ে সমুখ সারিতে বসানো হচ্ছিলো বাহাউদ্দিন নাছিমদের মতো ঊননেতাদের। আওলাদ-নাছিম-গোলাপ ইত্যাদিরা দেশে বিদেশে সর্বত্র বিরাজমান থাকতেন হাসিনার চারপাশে। এরা তাঁকে মিসগাইড করতেন। (যদিও প্রশ্নের অবকাশ থাকে— গাইড করার যোগ্যতা এবং হিম্মত এদের আদৌ ছিলো কিনা ?) আর সে কারণেই জোট শাসনামলে আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ দেশে না ফিরে একটি অনাবশ্যক ডিগ্রি বা পদক আনতে লন্ডন থেকে হাসিনা ছুটে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। সফরসঙ্গীদের পরামর্শেই এরকম একটি নির্মম হত্যাকান্ডের পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেশে না ফেরার সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন—এই কথা স্বয়ং শেখ হাসিনাই বলেছিলেন তখন মিডিয়াকে। দলের আপদদের বরাবরই সম্পদ বিবেচনা করেছেন শেখ হাসিনা। আর সে কারণেই বিপদ তাঁর পিছু নিয়েছে।

দুই.

আওয়ামী লীগ থেকে শেখ হাসিনাকে মাইনাস বা উৎখাতের পরিকল্পনাটি নতুন নয়। বেশ আগে থেকেই এরকম একটি নীল নকশা প্রণয়নে নকশাবিদেরা তৎপর ছিলেন। কয়েকটি নমুনা পেশ করতে চাই। তার আগে বলি—বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা এবং আওয়ামী লীগের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে প্রগতিশীল কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সময়ে শেখ হাসিনাকে সৎ পরামর্শ দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনা কখনো সেইসব পরামর্শকে পাত্তা দেননি,সতর্কও হননি। ড: আনিসুজ্জামান একারণেই একবার বলেছিলেন—"আওয়ামী লীগ(শেখ হাসিনা)পরামর্শ চায় না, সমর্থন চায়।"

"আওয়ামী লীগের নতুন শুভাকাঙ্খীদের অভিন্ন কোরাস" শিরোনামে ২০০২-এর ২০ ডিসেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত আমার একটি লেখার অংশবিশেষ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উদ্ধৃত করছি—

("১। গোলাম আযমের আওয়ামী প্রীতি—".....তাই তার (শেখ হাসিনার) নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে না পারলে আওয়ামী লীগ আর এগুতে পারবে না। এ কারণেই আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকতে হলে এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীন হতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যাগ করতে হবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তি/গোলাম আযম, ০৭ জুলাই ২০০২, দৈনিক ইনকিলাব।''
২। যায় যায় দিনের আওয়ামী প্রীতি—''.....এ ধরণের উদ্ধত ও অসত্যবাক নেত্রীকে (শেখ হাসিনাকে) নিয়ে আওয়ামী লীগ কতোটা আগাতে পারবে, দলের উঁচু পর্যায়ের নেতাদের সেটা ভাবতে হবে।.....কাজেই আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের এবং ত্যাগী কর্মীদের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার এখনই সময়। এ ভাবনা তাদের দলের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে জরুরী।
মুখোমুখি দুই নেত্রী/মাহতাব কায়সার, ১৫ অক্টোবর ২০০২, সাপ্তাহিক যায় যায় দিন।''
৩। ইনকিলাবের আওয়ামী প্রীতি—''..... আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের ভেবে দেখার অনূরোধ জানাই এমন বিপজ্জনক একটি ব্যক্তি শেখ হাসিনা যদি আওয়ামী লীগের মাথায় বসে থেকে অবাধে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যান তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের অবস্থান কোথায় ঠেকবে?.....আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হলে শেখ হাসিনার কবল থেকে দলটিকে মুক্ত করা এখন ফরজ। আওয়ামী লীগের প্রতি খোলা চিঠি/ওবেইদ জাগিরদার, ০৫ ডিসেম্বর ২০০২,দৈনিক ইনকিলাব।'')

তিন.

ইনকিলাব কথিত সেই ফরজ কাজটিই এখন সম্পাদনে ব্যস্ত আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীরা। আদর্শবিচ্যূত নীতিহীন রাজনীতির কাফ্ফারা এভাবেই দিতে হয় নেতা কর্মীদের। নেতার আদর্শহীনতা দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দলের আদর্শহীনতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ।
অনেকের মতে, তোফায়েল-রাজ্জাক-আমু-সুরঞ্জিতরা দীর্ঘদিনের অবজ্ঞা,অবহেলা,অপমান,বঞ্চনার হিসাব চুকিয়ে সুদে আসলে তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন শেখ হাসিনাকে। শেখ হাসিনার সময় এখন আত্নোপলব্ধির। সময় এখন শত্রু-মিত্র চেনার। সময় এখন ধৈর্য ধারণের। জেদ নয়, পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে মেধা আর প্রজ্ঞা দিয়ে। কারণ একমাত্র মতিয়া চৌধুরী ছাড়া জিল্লুর রহমান, জোহরা তাজউদ্দীনসহ যে কজন সিনিয়র নেতা এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তাদের অনেকেই শারীরিক শক্তিতে দূর্বল, সাংগঠনিক শক্তিতে অথর্ব। দলের তরুণ-তুর্কীরাই একমাত্র ভরসা এখন শেখ হাসিনার। এই যাত্রায় যুক্তি ছাড়া মুক্তি মিলবে না তাঁর। দলে একক নেতৃত্বের মজা যেমন আছে তেমনি আছে সমস্ত দায় মাথায় নেয়ার ঝুঁকিও। ০২ জুলাই বাকোয়াস জলিল তার স্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে লিখিত চিঠিতে নিজের মুক্তির আবেদনের পাশাপাশি ওয়ান ইলেভেন পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের জন্যে শেখ হাসিনার ওপরই সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনিও হাসিনামুক্ত আওয়ামী লীগ চাইছেন। দ্রষ্টব্য—''শেখ হাসিনার একক নেতৃত্ব থেকে আ'লীগকে মুক্ত করার আহ্বান'' (০৬ জুলাই ২০০৭, দৈনিক যুগান্তর।)। জলিল বলেছেন— ''হাসিনা দেশ ও দলের ক্ষতির কারণ'' (০৬ জুলাই ২০০৭, দৈনিক মানবজমিন।)
একটি প্রবাদবাক্য মনে পড়ছে—যতো দোষ নন্দঘোষ। বর্তমানে শেখ হাসিনার হাতে নন্দঘোষের প্ল্যাকার্ডটি ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে জনমানবহীন রাজপথে নিঃসঙ্গ একাকী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তাঁরই চ্যালা-চামুন্ডারা। তাঁরা নিজেরা সাধু-সন্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ''হক মাওলা, হক মাওলা''র অনুকরণে অবিরাম জপে যাচ্ছেন—''হোক সংস্কার, হোক সংস্কার''। সংস্কার আর কুসংস্কারে পার্থক্য যেমন আকাশ-পাতাল, তেমনি পার্থক্য সংস্কার আর ক্যূ-সংস্কারেও। সংস্কারবাদীদের এটা মনে রাখতে বলি। রাজ্জাক-তোফায়েল-সুরঞ্জিতের সংস্কার প্রস্তাবে শেখ হাসিনার একক ক্ষমতা খর্ব করে দলে যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়ার খবরের পাশাপাশি প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় জিল্লুর রহমানের উক্তি—''দলে হাসিনার একক নেতৃত্বই যথেষ্ট''! প্রবীন জিল্লুর রহমানের এরকম পদলেহী উচ্চারণ কিন্তু পরোক্ষে তোফায়েল-রাজ্জাক-আমু-সুরঞ্জিতদের দাবির যৌক্তিকতাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে! জিল্লুর রহমানরা দলের ভেতরে তাঁদের সারা জীবনের মোসাহেবি আচরণের ধারাবাহিক প্র্যাকটিসেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন এরকম অর্বাচীন উক্তির মাধ্যমে। শেখ হাসিনার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ সংকট ও ক্রান্তিকালে

তাঁর পাশে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ানো মতিয়া চৌধুরীর মতো সৎ ত্যাগী রাজপথে সদাসক্রিয় নেত্রীও সংস্কার বিরোধী নন। (খেলাফত মজলিসের সঙ্গে কুখ্যাত ফতোয়া চুক্তির পক্ষে আজীবন প্রগতিশীল মতিয়া চৌধুরীর সাফাই শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম।) সংস্কার এখন সময়ের দাবি। স্বয়ং শেখ হাসিনাও সংস্কারের কথা বলছেন। (অন্য কথায়, বলতে বাধ্য হচ্ছেন।) তবে আওয়ামী লীগে সংস্কার মানে যদি কেবলই মাইনাস হাসিনা হয়, তাহলে কিন্তু আমরা সন্দিহান হয়ে পড়ি—অতীতের সুদুরপ্রসারী ষড়যন্ত্রেরই বাস্তবায়ন নয়তো এটা?

মাথা ব্যথার চিকিৎসা মাথা কেটে ফেলা নয়। কিন্তু সংস্কারবাদী হাঁতুড়ে ডাক্তারদের প্রেশক্রিপশনে মাথা ব্যথার চিকিৎসা হিশেবে মাথা কেটে ফেলাকেই মুশকিল-আসান বলা হচ্ছে। এই দাওয়াই-এ সাময়িক কাজ হলেও, অর্থাৎ সংস্কারবাদীরা শেখ হাসিনাকে দলীয় প্রধানের পদ থেকে সরাতে পারলেও অদূর ভবিষ্যতে সংস্কারবাদীদের মুন্ডুগুলো নিরাপদ থাকবে তো? যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) মতিন কিন্তু বলেছেন—(টিভিতে শুনেছি) দূর্নীতির দায় থেকে রক্ষা পেতে সংস্কারবাদী সেজে সংস্কার প্রক্রিয়ায় উচ্চকণ্ঠে শামিল হলেও কেউ রেহাই পাবেন না। সংস্কারবাদীদের এটা মনে রাখতে বলি।

অটোয়া, কানাডা॥ ০৫ জুলাই ২০০৭

riton100@gmail.com